দুনিয়ার মজদুর এক হও

"জনযুদ্ধ হচ্ছে একটি বিষ প্রতিষেধক, এ যে শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয়, বরং নিজেদেরও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে।" -কমরেড মাও সেতুঙ

কমরেড তপন মাহমুদ কুষ্টিয়া থেকে গ্রেপ্তার হন। ২০০৮ সালের ১৮ জুন গ্রেপ্তারের পর ক্রসফায়ারের নাটক সাজিয়ে তাকে হত্যা করে রাষ্ট্রীয় বাহিনী। এই সময়ে তার সহোদর আকাশ ও ভাইঝি রিতাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে এই খুনীরা। কমরেড তপন ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা ঝিনাইদহের এক গ্রামে তার জন্ম। শৈশব কাল থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবী পার্টি প্রভাবিত এই এলাকায় তার বেড়ে ওঠা। তরুণ বয়সেই তিনি পার্টি রাজনীতির সাথে সংযুক্ত হন। তিনি ক্রমান্বয়ে এলাকা কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি এবং পরবর্তীতে খুলনা বিভাগীয় পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন এবং এই অঞ্চলে পার্টির সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবী সংগ্রামের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাসহ শত্রুশ্রেণীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত থাকার কারণে '৯০ দশকের প্রথম দিকে তিনি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। তারপর ৯৪ সালের জানুয়ারীতে মুক্তি পান কিন্তু আগস্টে আবার গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ আড়াই বছর পর আবার তিনি মুক্তি পান। জেল-জুলুম-হুলিয়া-গ্রেপ্তার-নির্যাতন সহ্য করে বিপ্লবী পথে আত্মবলিদানের এক মহান ইতিহাসের জনক তিনি।

কমরেড তপন ছিলেন শাসক-শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান আতঙ্ক। আর তেমনই ছিলেন রাষ্ট্রের দালাল সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে জনতার পক্ষের বীরযোদ্ধা। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন শোষিত জনগণের জনযুদ্ধ কখনও পরাজিত হয়না, হতে পারেনা- বিপ্লবীরা কখনও কোন প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করেনা। '৯৬-এ আওয়ামী শোষকদের আমলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কথিত বিপ্লবীদের যে আত্মসমর্পণের নাটক মঞ্চস্থ হয়, সে নাটকের বিরুদ্ধে তার নেতুত্বে পার্টি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় এবং জনগনকে সংগঠিত করে। কমরেড তপনের নেতৃত্বে পার্টির আক্রমণে প্রতিক্রিয়াশীলরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় ভূমিহীন কৃষক জনতা কিছুমাত্রায় গণক্ষমতার চর্চা শুরু করে এবং শত্রুশ্রেণীর বিভিন্ন গণবিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। খুলনা, কুষ্টিয়া, ঝিনেদা অঞ্চলের অনেক স্থানে পার্টির নেতৃত্বে হাট-ঘাট-ইজারাদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দালাল হয়ে যে সকল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী নানান নামে পার্টি কমরেডদের ওপর হামলা-আক্রমণ-হত্যার মাধ্যমে যে শ্বেত সন্ত্রাস পরিচালিত করেছিল তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে লাল সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেন। নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামী জীবনে তিনি বারবার কারাবরণ করেন। ২০০১ সালে কমরেড তপনকে জেল থেকে কোর্টে আনা হলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে তার সহযোদ্ধারা তাকে মুক্ত করে আনেন যা ছিল এক দুঃসাহসিক ঘটনা। পরবর্তীতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে আক্রমণ ও অস্ত্র দখলের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামও তিনি পরিচালনা করেন। চলমান গেরিলা যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রশ্নে পার্টির ভিতর আলোচনা বিতর্কের উদ্ভব হয় কিন্তু উদ্ভূত প্রশ্নসমূহ সঠিক প্রক্রিয়ায় মিমাংসিত না হওয়ায় পার্টিতে ভাঙন দেখা দেয়। সর্বশেষ তিনি পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) (জনযুদ্ধ) এর সম্পাদক ছিলেন।

নানা সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও কমরেড তপন মাহমুদ ছিলেন আজীবন বিপ্লবী। বিপ্লবে আত্মবলিদান করে তিনি এই সত্যকেই সামনে এনেছেন। শ্রেণীশোষণের যন্ত্র এই রাষ্ট্রব্যবস্থা তার মাথার মূল্য ঘোষনা করেও কোনদিন জনগণের কাছ থেকে কোন সাড়া পায়নি। সরকারী দালাল প্রচার মাধ্যম ও ভন্ড সংশোধনবাদীদের মিথ্যা প্রপাগান্ডা বিপ্লবী জনগণ কখনো গ্রহণ করেনি। জনগণের সম্মুখে ভুল স্বীকারে কমিউনিস্টরা কখনও পিছপা হননা।

আসুন, কৃষি বিপ্লব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অগ্রসর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে ভুমিহীন কৃষকদের গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলি। পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণীশত্রুদেরকে উচ্ছেদ ও খতমের মধ্য দিয়ে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখল করি। শ্রেণী সংগ্রামের সকল রুপকে মাওবাদের আলোকে প্রয়োগ করে জনযুদ্ধের বিজয় ছিনিয়ে আনি। শহীদ কমরেড তপন মাহমুদসহ সকল বিপ্লবীদের রক্তমাখা পিচ্ছিল পথ বেয়ে শোষিত-নীপিড়িত জনগণকে সংগ্রামের পথে ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবী গণক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে বেগবান করি, বিপ্লবের রক্ত লাল পতাকাকে সর্বদা উর্দ্ধে তুলে ধরি।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ জিন্দাবাদ **কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষা অমর হোক**

পূর্ববাঙলার জনযুদ্ধ জিন্দাবাদ **শহীদ কমরেড তপন মাহমুদ লাল সালাম**

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি জুন/২০২২